أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ব)

www.motaher21.net

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وٰحِدَةً

স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও মতভেদ করা হলো দীনকে অস্বীকার করা

Differing even after the coming of clear signs is denying the religion

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২১৩

فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَ مَا • كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

প্রথমে সব মানুষ একই পথের অনুসারী ছিল। (তারপর এ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকেনি, তাদের মধ্যে মতভেদের সূচনা হয়) তখন আল্লাহ নবী পাঠান। তারা ছিলেন সত্য সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদদাতা এবং অসত্য ও বেঠিক পথ অবলম্বনের পরিণতির ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শনকারী। আর তাদের সাথে সত্য কিতাব পাঠান, যাতে সত্য সম্পর্কে তাদের মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল তার মীমাংসা করা যায়।---(এবং প্রথমে তাদেরকে সত্য সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হয়নি বলে এ মতভেদগুলো সৃষ্টি হয়েছিল, তা নয়) মতভেদ তারাই করেছিল যাদেরকে সত্যের জ্ঞান দান করা হয়েছিল। তারা সুস্পষ্ট পথনির্দেশ লাভ করার পরও কেবলমাত্র পরস্পরের ওপর বাড়াবাড়ি করতে চাচ্ছিল বলেই সত্য পরিহার করে বিভিন্ন পথ

উদ্ভাবন করে। কাজেই যারা নবীদের ওপর ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ নিজের ইচ্ছাক্রমে সেই সত্যের পথ দিয়েছেন, যে ব্যাপারে লোকেরা মতবিরোধ করেছিল। আল্লাহ যাকে চান সত্য সঠিক পথ দেখিয়ে দেন।

২১৩ নং আয়াতের তাফসীর:

স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও মতভেদ করা হলো দীনকে অস্বীকার করা

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নূহ (আঃ) ও আদম (আঃ) -এর মধ্যে দশটি যুগ ছিলো। ঐ যুগসমূহের লোকেরা সত্য শারী ‘আতের অনুসারী ছিলো। অতঃপর তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়। তখন মহান আল্লাহ্ নবীগণকে প্রেরণ করেন। তাঁর কিরা’ আতও নিম্নরূপঃ

﴿كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا﴾

‘সমস্ত মানুষ প্রথমে এক উম্মাতই ছিলো, অতঃপর তারা মতভেদ সৃষ্টি করলো।’ (১০নং সূরাহ্ ইউনুস, আয়াত নং ১৯) ইমাম হাকিম (রহঃ) তার মুসতাদরাক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেনঃ এর বর্ণনার ধারাবাহিকতা সঠিক, কিন্তু দু’ শায়খ [ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)] তাদের কিতাবে বর্ণনা করেন নি। (মুসতাদরাক হাকিম ২/৫৪৬) উবাই ইবনু কা ‘ব (রাঃ) -এরও পঠন এটাই। কাতাদাহ (রহঃ) -ও এর তাফসীর এর রকমই করেছেন যে, যখন তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয় তখন মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রথম রাসূল অর্থাৎ নূহ (আঃ) -কে প্রেরণ করেন। মুজাহিদ (রহঃ) -ও এটাই বলেন।

‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, প্রথমে সবাই কাফির ছিলো। কিন্তু প্রথম উক্তিটি অর্থ ও সনদ হিসেবে অধিকতর সঠিক। সুতরাং ঐ নবীগণ মু’ মিনদেরকে সুসংবাদ শুনিয়েছেন এবং কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের সাথে মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত গ্রন্থও ছিলো, যেন জনগণের প্রত্যেক মতভেদের মীমাংসা ইলাহী কানুন দ্বারা হতে পারে। কিন্তু ঐ প্রমাণাদির পরেও শুধুমাত্র পার¯পরিক হিংসা বিদ্বেষ, গোঁড়ামি, একগুয়েমি এবং প্রবৃত্তির কারণেই তারা একমত হতে পারেনি। কিন্তু মু’ মিনদেরকে মহান আল্লাহ্ সুপথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং তারা মতবিরোধের চক্র হতে বেরিয়ে সরল সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ أَوّلُ النَّاسِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَدَانَا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، فَغَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى.

‘আমরা দুনিয়ায় আগমন হিসেবে সর্বশেষ বটে, কিন্তু কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশ লাভ হিসেবে আমরা সর্বপ্রথম হবো। আহলে কিতাবকে মহান আল্লাহ্‌র কিতাব আমাদের পূর্বে দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে দেয়া হয়েছে পরে। কিন্তু তারা মতভেদ সৃষ্টি করে এবং মহান আল্লাহ্‌ আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শ করেন। জুমু ‘আহ্‌ সম্বন্ধেও এদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের এই সৌভাগ্য লাভ হয় যে, এই দিক দিয়েও সমস্ত আহলে কিতাব আমাদের পিছনে পড়ে রয়েছে। শুক্রবার আমাদের, শনিবার ইয়াহূদীদের এবং রবিবার খ্রিষ্টানদের।’ (সহীহুল বুখারী-২/৪১২/৮৭৬, সহীহ মুসলিম-২/২০/৫৮৫, ২/১৯/৫৮৫, মুসনাদ ‘আবদুর রাযযাক-১/৯৯/২৪৭, ২৪৯, আহাদীসুল আম্বিয়া-৭/৫৯৫/৩৪৮৬)

যায়দ ইবনু আসলাম (রহঃ) বলেন যে, জুমু ‘আহ ছাড়াও কিবলার ব্যাপারেও এটা ঘটেছে। খ্রিষ্টানরা পূর্ব দিককে কিবলা বানিয়েছে, ইয়াহূদীরা কিবলা করেছে বায়তুল মুকাদ্দাসকে, কিন্তু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর অনুসারীগণ কা ‘বাকে তাদের কিবলাহ রূপে নির্ধারিত করেছে। অনুরূপভাবে সালাতেও মুসলিমরা অগ্রে রয়েছে। আহলে কিতাবের কারো সালাতে রুকূ ‘ আছে, কিন্তু সাজদাহ নেই,আবার কারো সাজদাহ আছে, কিন্তু রুকূ ‘ নেই। আবার কেউ সেই সালাতে কথাবার্তা বলে থাকে, আবার কেউ কেউ সালাতে চলাফেরা করে থাকে। কিন্তু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর উম্মাতের সালাতে নীরবতা ও স্থিরতার সাথে পালিত হয়। এরা সালাতের মধ্যে না কথা বলবে, আর না চলাফেরা করবে। এরকমই সিয়ামের ব্যাপারেও তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু এতেও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর উম্মাত সুপথ প্রদর্শিত হয়েছে। পূর্বে উম্মাতবর্গের কেউ কেউ তো দিনের কিছু অংশে সিয়াম পালন করতো, কোন দল কোন কোন প্রকারের খাদ্য পরিত্যাগ করতো। কিন্তু আমাদের সিয়াম সব দিক দিয়েই পূর্ণতা প্রাপ্ত এবং এর মধ্যে আমাদেরকে সত্য পথ সম্বন্ধে বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে ইবরাহীম (আঃ) -কে ইয়াহূদীরা বলেছিলো যে, তিনি ইয়াহূদী ছিলেন এবং খ্রিষ্টানরা বলেছিলো যে, তিনি খ্রিষ্টান ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন খাঁটি মুসলিম ছিলেন। সুতরাং এ ব্যাপারেও উম্মাতে মুহাম্মাদী সুপথে রয়েছে।

ইবরাহীম খালীলুল্লাহ (আঃ) সম্বন্ধে সঠিক ধারণা আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। ঈসা (আঃ) -কেও ইয়াহূদীরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো এবং তার সম্মানিত মাতা স◌পর্কে জঘন্য কথা উচ্চারণ করেছিলেন। খ্রিষ্টানরা তাঁকে আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র পুত্র বলেছিলো। কিন্তু মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহ্‌ এই দু’ টো হতেই রক্ষা করেছেন। তারা তাকে মহান আল্লাহ্‌র রুহ, আল্লাহ্‌র কালিমা এবং সত্য নবী বলে স্বীকার করেছে।

রাবী ‘ ইবনু আনাস (রহঃ) বলেন, আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, যেমনভাবে প্রথমে সমস্ত লোক মহান আল্লাহ্‌র উপাসনাকারী ছিলো এবং তারা সৎ কার্য স◌পাদন করতো ও মন্দ কাজ হতে বিরত থাকতো। অতঃপর মধ্যভাগে তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিলো। তেমনিভাবে শেষ উম্মাতকে মহান আল্লাহ্‌ মতানৈক্য হতে সরিয়ে প্রথম দলের ন্যায় সঠিক পথে নিয়ে এসেছেন।

এই উম্মাত অন্যান্য উম্মাতের ওপরে সাক্ষী হবে। এমনকি নূহ (আঃ) -এর উম্মাতের ওপরেও তারা সাক্ষ্য দান করবে। হূদ (আঃ) -এর সম্প্রদায়, তালূতের সম্প্রদায়, সালিহ (আঃ) -এর সম্প্রদায়, শু ‘আইব (আঃ) -

এর সম্প্রদায় এবং ফির ‘আউনের বংশধরদের মীমাংসাও তাদের সাক্ষ্যের মাধ্যমেই হবে। তারা বলবে যে, এই নবীগণ প্রচার করেছিলেন এবং এই উম্মাতেরা তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো।

উবাই ইবনু কা ‘বের পঠনে রয়েছেঃ

وليكو نوا شهداء عالى النا س يوم القيا مة والله يهدى من يشاءالى .صراط مستقيم

অর্থাৎ ‘যেন তারা কিয়ামতের দিন জনগণের ওপর সাক্ষী হয় এবং মহান আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করে থাকেন।’

আবুল ‘আলিয়া (রহঃ) বলেন, এই আয়াতে যেন নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যেঃ সন্দেহ হতে, ভ্রান্তি হতে এবং বিবাদ হতে বেঁচে থাকা উচিত। এই হিদায়াত মহান আল্লাহ্র ‘ইলম এবং তার পথপ্রদর্শনের মাধ্যমেই হয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথের জ্ঞান দান করে থাকেন।

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে যখন তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য উঠতেন তখন নিম্নের দু ‘আটি পাঠ করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

‘হে মহান আল্লাহ্! জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের রাব্ব আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর তুমিই স্রষ্টা। দৃশ্য ও অদৃশ্য সব বিষয়েই তুমি পরিজ্ঞাত। তোমার বান্দারা যেসব বিষয়ে পারস্পরিক মতভেদে লিপ্ত তুমি তার মীমাংসা করে দাও। যে সব বিষয়ে তারা মতভেদ করছে তন্মধ্যে তুমি যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথপ্রদর্শন করে থাকো। (সহীহ মুসলিম-১/৫৩৫/২০০, জামি ‘ তিরমিযী-৫/৪৫১/৩৪২০, সুনান নাসাঈ - ৩/২৩৫/১৬২৫, সুনান আবূ দাউদ-১/২০৪/৭৬৭, সুনান ইবনু মাজাহ-১/৪৩১/১৩৫৭, মুসনাদ আহমাদ - ৬/১৫৬, সুনান বায়হাক্বী-৩/৫)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিম্নের দু ‘আটিও নকল করা হয়েছেঃ

اَللّٰهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا، وَارْزُقْنَا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه، وَلَا تَجْعَلْهُ مُلْتَبِسًا عَلَيْنَا فَنَضِلَّ، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

হে মহান আল্লাহ্! যা সত্য তা আমাদেরকে সত্যরূপে প্রদর্শন করুন এবং তা অনুসরণ করার আমাদেরকে তাওফীক প্রদান করুন। আর মিথ্যাকে মিথ্যারূপে আমাদেরকে প্রদর্শন করুন এবং আমাদেরকে এটা হতে বাঁচার তাওফীক দিন। আমাদের ওপর সত্য ও মিথ্যাকে মিশ্রিত করবেন না। যার কারণে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ি। হে মহান আল্লাহ্! আমাদেরকে আপনি সৎ ও আল্লাহ্ভীরু লোকদের ইমাম বানিয়ে দিন।'
(তাখরিজ আল ইয়াহ্ইয়া-৩/১৪১৮)

অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ লোকেরা আন্দাজ ও অনুমানের ভিত্তিতে "ধর্মের" ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে বলেঃ মানুষের জীবনের সূচনা হয়েছে শিরকের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। তারপর ক্রমিক বিবর্তন ও ক্রম-উন্নতির মাধ্যমে অন্ধকার অপসৃত হতে ও আলোকমালা বাড়তে থেকেছে। এভাবে অবশেষে একদিন মানুষ তৌহীদের দ্বারপ্রান্তের পৌঁছেছে। বিপরীতপক্ষে কুরআন বলছেঃ পরিপূর্ণ আলোর মধ্যেই দুনিয়ায় মানুষে জীবনকালের সূচনা হয়েছে। মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম যে মানুষটিকে সৃষ্টি করেছিলেন তাকে প্রকৃত সত্যের জ্ঞান দান করেছিলেন এবং তার জন্য সঠিক পথ কোন্‌টি তাও বলে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বনী আদম সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন তারা একটি উম্মাত ও একই দলভুক্ত ছিল। অতঃপর লোকেরা নতুন নতুন পথ ও বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে থাকে। তাদের প্রকৃত সত্যের জ্ঞান ছিল না বলে তারা এমনটি করেছিল তা নয় বরং প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত থাকার পরও তাদের কেউ কেউ নিজেদের বৈধ অধিকারের চাইতে বেশী মর্যাদা, স্বার্থ ও লাভ অর্জন করতে চাইতো। এজন্য তারা পরস্পরের ওপর যুলুম, উৎপীড়ন ও বাড়াবাড়ি করার ইচ্ছা পোষণ করতো। এই গলদ ও অনিষ্টকারিতা দূর করার জন্য মহান আল্লাহ নবী পাঠাতে শুরু করেন। নবীদেরকে এজন্য পাঠানো হয়নি যে, তাঁরা প্রত্যেকে একটি পৃথক ধর্মের ভিত গড়ে তুলবেন এবং প্রত্যেকের পৃথক উম্মাত গড়ে উঠবে। বরং মানুষের সামনে তাদের হারানো সত্যপথ সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে তাদেরকে পুনরায় একই উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত করাই ছিল তাঁদের পাঠাবার উদ্দেশ্য।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: আদম ও নূহ (আঃ)-এর মাঝে পার্থক্য দশ শতাব্দি। এ সময়ের সকল মানুষ হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারপর তারা মতানৈক্য করল, তখন আল্লাহ তা 'আলা সুসংবাদ ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে নাবী রাসূল প্রেরণ করেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

(كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً)

"মানবজাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল" অর্থাৎ সবাই তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল- যে তাওহীদের দাওয়াত আদম (আঃ) দিয়েছিলেন। মুসলিম উম্মাহ যতদিন পর্যন্ত এ তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ততদিন তাদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হয়নি। যখন তাওহীদ থেকে সরে গেল তখন তাদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হল।

(فَهَدَي اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا)

"আল্লাহ ঈমানদারদের সৎ পথের হিদায়াত দিলেন" অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবধারীরা যে-সকল বিষয়ে মতভেদ করেছে আল্লাহ তা 'আলা সে-সকল বিষয়ে মু' মিনদেরকে হিদায়াত দান করেছেন। যেমন: জুমুআর দিনের ব্যাপারে আহলে কিতাবরা মতভেদ করেছে। ইয়াহূদীরা শনিবারকে পবিত্র দিন হিসেবে গ্রহণ করেছে, আর খ্রিস্টানরা রবিবারকে পবিত্র দিন হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তা 'আলা এ ব্যাপারে আমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আমরা দুনিয়াতে আগমনের দিক দিয়ে সর্বশেষ, কিন্তু কিয়ামতের দিন ফায়সালার দিক দিয়ে সর্বপ্রথম এবং আমরাই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব। যদিও অন্যান্য উম্মাতকে আমাদের পূর্বেই কিতাব দেয়া হয়েছে আর আমাদেরকে দেয়া হয়েছে পরে। সত্যের ব্যাপারে তারা যে মতভেদ করেছে আল্লাহ তা 'আলা আমাদেরকে সে ব্যাপারে হিদায়াত দান করেছেন, তারা এ দিনের (জুমুআবার) ব্যাপারে মতভেদ করেছিল। আল্লাহ তা ' আলা আমাদেরকে এ দিনের সঠিক নির্দেশনা দান করেছেন। সুতরাং মানুষ আমাদের অনুসারী। (সহীহ বুখারী হা: ৮৭৬)

তারা ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে বিরোধিতা করল। ইয়াহূদীরা তাঁকে মিথ্যা জানল এবং (অবৈধ সন্তান বলে) তাঁর মাতা মারইয়াম (আঃ)-এর ওপর মিথ্যা অপবাদ দিল। এদিকে খ্রিস্টানরা ইয়াহূদীদের বিপরীত করল। তারা (ঈসাকে) আল্লাহ তা 'আলার পুত্র বানিয়ে নিল। মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে তাঁর (ঈসার) ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান দান করলেন। তিনি আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর একজন অনুগত বান্দা ছিলেন। ইবরাহীম (আঃ)-এর ব্যাপারেও মতভেদ করেছে, একদল তাঁকে ইয়াহূদী বলে; অপর দল তাকে খ্রিস্টান বলে। আল্লাহ তা ' আলা মুসলিমদেরকে সঠিক জ্ঞান দান করে বলে দিলেন তিনি ইয়াহূদী ছিলেন না এবং খ্রিস্টানও ছিলেন না বরং তিনি একজন একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন। মূলতঃ হিদায়াত কোন দল বা গোষ্ঠির মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, বরং হিদায়াত দানকারী হচ্ছেন আল্লাহ তা 'আলা। তাই সঠিক পথ পাওয়ার জন্য কেবল আল্লাহ তা 'আলার কাছেই প্রার্থনা করতে হবে।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. মানুষ মতভেদে লিপ্ত হবার আগে সবাই তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

২. আল্লাহ তা 'আলা মুসলিম জাতিকে সঠিক পথের দিশা দান করেছেন।